

যোগিনী একাদশী

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষে একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদরূপে বর্ণিত আছে। যুধিষ্ঠির বললেন- হে বাসুদেব! আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী মাহাত্ম্য কৃপাপূর্বক আমাকে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে মহারাজ! সকল পাপবিনাশিনী ও মুক্তপ্রদ এই উত্তম ব্রতের কথা বলছি, আপনি শ্রবণ করুন। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী 'যোগিনী' নামে খ্যাত।

মহাপাপ নাশকারী এই তথি ভবসাগরে পততি মানুষের উদ্ধার লাভের একমাত্র নটীকাস্বরূপ। ব্রত পালনকারীদের পক্ষে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত বলে প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে আপনাকে একটি পবিত্র পৌরাণিক কাহিনী বলছি।

অলকা নগরে শিভিক্ত পরায়ণ কুবের নামে এক রাজা ছিল। তিনি প্রত্যহ শিবিপূজা করতেন। তার হমেমালী নামে একজন মালী ছিল। প্রতিদিন শিবি পূজার জন্য মানস সরোবর থেকে সে ফুল তুলে যক্ষরাজ কুবেরকে দিত। বিশালাক্ষী নামে হমেমালীর এক পরমা রূপবতী পত্নী ছিল।

সে তার সুন্দরী পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিল। একদিন সে তার স্ত্রীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়ল। রাজভবনে যাওয়ার কথাও ভুলে গেল। বেলো দুই প্রহর অতীত হল। অর্চনের সময় চলে যাচ্ছে দেখে রাজা ক্রুদ্ধ হলেন। মালীর বলিম্বরে কারণ অনুসন্ধানে এক দূত প্রেরণ করলেন।

দূত এসে রাজাকে বলল- 'সে গৃহে স্ত্রীর সাথে আনন্দে মত্ত। দূতের কথা শুনলে কুবের অত্যন্ত রগে তখন মালীকে তার সামনে হাজির করতে আদেশ দিল। এদিকে মালী কুবেরের পূজার সময় অতবাহিত হয়েছে বুঝতে পেরে অত্যন্ত ভয় পেল। তাই স্নান না করেই সে রাজার কাছে উপস্থিত হল।

তাকে দেখে মাত্র রাজা ক্রোধবশে চোখ রাঙিয়ে বললেন- রোপাশিষ্ট, দুরাচার! তুই দেবেপূজার পুষ্প আনতে অবজ্ঞা করছিস তাই আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি তুই শ্বতেকুষ্ণগ্রস্ত হয়ে যা এবং তোর প্রিয়তমা ভার্যার সাথে তোর চরিত্রবিশিষ্ট সংগঠিত হোক। রো নীচ, তুই এখনই এই স্থান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অধোগতি লাভ কর।

কুবেরের এই অভিশাপে হমেমালী পত্নীর সাথে স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ কুষ্ণরোগ ভোগ করতে লাগল। রোগের যন্ত্রণায় দিনি অথবা রাত্রে কখনই সে সুখ পতে না।

এভাবে শীত গ্রীষ্মে প্রচণ্ড বদেনায় বহুকষ্টে সে জীবনযাপন করতে লাগল। কিন্তু দীর্ঘদিন মহাদেবের অর্চনের ফুল সংগ্রহের সুকৃতি ফলে সে শাপগ্রস্ত হয়েও

বৈষ্ণবশ্রেষ্ট শবিরে বস্মরণ কখনও হয়না।

একদিন হমেমালী ভ্রমণ করতে করতে হমিালয়ে শ্রীমার্কন্ডয়ে ঋষরি আশ্রমে উপস্থতি হল। কুষ্ঠরোগে পীড়তি সপত্নী হমেমালীকে দর্শন করে শ্রীমার্কন্ডয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলনে-‘তুমি কার অভশিপাে এইরকম নন্দিীয় কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়ে?’

সে উত্তর দলি- ‘হে মনবির! রাজা ধনকুবরেেরে আমি ভৃত্য ছলাম। আমার নাম হমেমালী। আমি প্রত্যহ মানস সরোবর থেকে ফুল তুলে শবি পূজার জন্য রাজাকে দতিাম।

কন্তি দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন স্ত্রীর মনোরঞ্জন হতে কামাসক্ত হওয়ায় সেই ফুল দতিে বলিম্ব হয়। রাজার অভশিপাে এইরকম দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছি। পরোপকারই মাধুগণেরে স্বাভাবিকি কর্ম। হে ঋষশ্রেষ্ট! আমি অত্যন্ত অপরাধী। কৃপা করে আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

তখন দয়ার্দ্র চতি্ত মার্কন্ডয়ে মুনি বললনে- হে মালী! তোমার মঙ্গলেরে জন্য শুভফল প্রদানকারী এক ব্রতেরে উপদশে করছি। তুমি আষাঢ় মাসেরে কৃষ্ণপক্ষেরে ‘যোগিনী’ নামক একাদশী ব্রত পালন কর। এই ব্রতেরে পুণ্য প্রভাবে তুমি অবশ্যই কুষ্ঠব্যাধি থেকে মুক্ত হবে।

শ্রীকৃষ্ণ বললনে- ঋষরি উপদশে শ্রবণ করে হমেমালী তাকে প্রণাম জানাল। পরে অত্যন্ত আনন্দে ঋষরি আদেশমতো নষ্টিঠার সঙ্গে যোগিনী একাদশী ব্রত পালন করল। এইভাবে হমেমালী সমস্ত রোগ থেকে মুক্ত হল ও পত্নীসহ সুখে জীবনযাপন করতে লাগল।

হে মহারাজ যুধষ্টিরি! আমি আপনার কাছে এই ব্রত উপবাসেরে মহমিা কীর্তন করলাম। এই ব্রত পালনে অষ্টাশি হাজার ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই মহাপাপ বনাশকারী ও পুন্যফল প্রদায়ী যোগিনী একাদশীর কথা পাঠ এবং শ্রবণ করে সে অচরিেই সর্বপাপ থেকে মুক্ত হবে।